‘ইলা মিত্রে’র কবি গোলাম কুদ্দুসের ‘ইরাকে ঈগল’ : রাজনীতির কাব্যভাষ্য
তপন বাগচী

চল্লিশ দশকের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন প্রমুখের সারিতে উচ্চার্য নাম কবি গোলাম কুদ্দুস। কৃষক আন্দোলনের নেত্রী ‘ইলা মিত্র’ নামক কাব্য লিখে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন, পক্ষান্তরে ইলা মিত্রও লাভ করেন ‘জীবন্ত কিংবদন্তী’র মর্যাদা। প্রথম মুসলিম কণ্ঠশিল্পী কে. মল্লিককেও (কাশেম মল্লিক) তিনি ধরে রেখেছেন ‘সুরের আগুন’ নামের জীবনী-উপন্যাসে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর কে. মল্লিকের যে অপ্রকাশিত আত্মজীবনী ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশ করেছে, তা-ও পাওয়া গেছে কবি গোলাম কুদ্দুসের সহযোগিতায়। ‘লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে’ গ্রন্থের জন্যে বঙ্কিম পুরস্কার এবং ‘যুগসন্ধিক্ষণ’ লিখে কমরেড মুজাফ্‌ফর আহমদ পুরস্কার প্রাপ্তি তাঁর সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি। কিন্তু বর্ষীয়ান এই কবি বাংলাদেশের বর্তমান প্রজন্মের কাছে তেমন পরিচিত নন তাঁর আত্মমুখিন স্বভাবের কারণেই। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার বাসিন্দা– ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিআই) এক সময়ের নিরাপস তুখোড় নেতা, এখন অনেকটাই স্বেচ্ছনির্বাসনে।

সম্প্রতি বেরিয়েছে কবি গোলাম কুদ্দুসের ‘ইরাকে ঈগল’ (২০০৩) নামের কাব্যগ্রন্থ। ১৬-পৃষ্ঠা দীর্ঘ নামকবিতায় ‘ঈগল’ যে সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক তা সহজেই অনুমেয়। কবিতার ভেতর ঢুকলেই দেখা যায় এই ঈগল মানে সাম্রাজ্যবাদ কিংবা আমেরিকা কিংবা ব্রিটেন নয়, সরাসরি প্রেসিডেন্ট বুশ। ইরাকে মার্কিন হামলার প্রথম একমাসের ঘটনাপঞ্জি তিনি ‘ঈগলের একদিন’, ‘দুইদিন’, ‘তিনদিন’... ‘ঊনত্রিশ দিন’, ‘অশেষ’ – এরকম উপশিরোনামে প্রকাশ করেছেন। কবিতাটি শুরু হয়েছে তৃতীয় বিশ্বের মানুষের জানা এক প্রশ্নের মাধ্যমে–

> ‘মিস্টার বুশ, এক গ্যালন তেল পেতে কত জন আমেরিকান
> দেবে প্রাণ বলিদান?’ (পৃ. ০১)

ইরাক আক্রমণের প্রতিদিনের সংবাদতথ্য তিনি সাজিয়েছেন কবিতার পঙ্‌ক্তিতে। এই দীর্ঘকবিতাকে ‘রিপোর্তাজ’-এর মতোই নতুন কোনও অভিধা দেয়া যেতে পারে। তবে বেশ কিছু শিথিল পঙ্‌ক্তি সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ঘৃণা প্রকাশের এই শিল্পিত উদ্‌যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। শেষতক জনতার ওপর আস্থাশীল কবি উচ্চারণ করেন–

> যে-ভাবে পৌরাণিক ঈগল খেয়েছিল প্রমিথিউসের কল্‌জেটা
> আধুনিক ঈগল তেমনি ইরাকের কলজেটা খাচ্ছে ছিঁড়েছিঁড়ে,
> ঈগলকে হত্যা ক’রে হারকিউলিস মুক্ত করেছিল ধরিত্রী-পুত্রকে,
> আধুনিক যুগে বিশ্বজনগণই হতে পারে– আধুনিক হারকিউলিস। (পৃ. ১৫)

‘ইরাকে ঈগল’ ছাড়াও ৪২টি কবিতা আছে এ-গ্রন্থে। তাঁর কবিতায় এসছে কার্ল মার্কস, লেলিন প্রমুখ কমিউনিস্ট চরিত্র। সাম্যবাদী এই কবি এখনও তাঁর বিশ্বাসে অটল। গ্লাসনস্ত, পেরেস্ত্রইকা তাঁর বিশ্বাসে এতটুকু চিড় ধরাতে পারেনি। জীবনপণ সংগ্রামী এই কবি সময়ের বিচারে কতটা আধুনিক কাব্যচিন্তার অধিকারী, তা বিচার করবে সময়। কিন্তু আমরা তাঁর অবিচল নিরাপস রাজনীতিসাধনা এবং তার কাব্যভাষ্য পড়ে জীবনের প্রতি আস্থা ফেরাতে পারি। তাঁর এই গ্রন্থে যত না ঠিক্‌রে বেরোয় কবিতার ঝলক, তার চেয়ে বেশি বেরোয় দর্শনের আলো।–

মন্দির-মসজিদ-তাজমহল বাহ্যবস্তু সব।
মানুষ একদা রোগ-জরা-মৃত্যু জয় ক’রে হবে
মৃত্যুঞ্জয়ী বীর, অমৃতের পুত্র হবে প্রত্যেকেই।
(বাবর ও যযাতি, পৃ. ৪১)

আলো নিভলেও সুরের আলোর খোলে দুয়ার।
সুর-সংহারে অসুর আনায় আলেয়াকে দিয়ে অন্ধকার!
(নকল আলোর বিপদ, পৃ. ৫৪)

খবরও একরকম মানসিক খাবার।
ইচ্ছাকৃত ভ্রান্ত খবর ভেজাল খাদ্যের সমান
মানুষ মারতে পারে হাজার হাজার
...
খাদ্যকেও মুনাফার আওতা থেকে
মুক্ত করে আনতে হবে একে একে।
(খবর ও খাবার, পৃ. ২৫)

রাজনীতিবিদ-কবি গোলাম কুদ্দুসের কাব্যসাধনার সাতদশক পরে এসে বাঙলার চিরায়ত মরমী দর্শনের প্রতি মনোনিবেশ করেছেন। এঙ্গেলসের বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গে লালনের বাউলদর্শনের মিল খুঁজে পেয়েছেন। লালন সাঁইয়ের ‘খাঁচার ভেতর অচিন পাখি’র আসা-যাওয়ার সঙ্গে এঙ্গেলসের ‘Mind is a special kind of matter in motion’ উক্তির সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন। এই সংযোগের চেতনা থেকে তিনি লিখেছেন–

খাঁচার মধ্যে লালন তোমার অচিন পাখী কেম্‌নে আসে যায়?
জ্ঞানীরা কয় সেই পাখীও রয়েছে খাঁচায়!
দেহতত্ত্বের আসল তত্ত্বই জানতে ছিল বাকী–
দেহলগ্ন মস্তিস্কে এই আসা-যাওয়া করে চিন্তা-সাকী!
বিশেষ বস্তু এভাবে প্রকাশ করে, ফারাক নিছক কল্পনার ভেদ,
তনুমনে নেই কোথাও বিচ্ছেদ।
(বস্তু-বিস্ময়)

তাঁর বাউল-চেতনার আরও প্রকাশ রয়েছে বিভিন্ন কবিতায়। ‘নিদ্রাহারা রাতে’ কবিতায় স্মৃতিকাতর কবির মন বাউলের উদাস সুরের কাছে আশ্রয় খোঁজে। তিনি বলেন–

অদূরে সুদূরে কোথায় গাইছে উদাস বাউল–
মানুষ হইয়া জনম লইয়া মানুষের করলাম কী। (পৃ. ৩০)

বাউলতত্ত্বের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের তুলনা করে তিনি লিখেছেন–

বাউল খুঁজবে মানুষ রতন,
আমরা গড়ব তাকে মনের মতন।
কেউ হয়তো সার করেছে দেহতত্ত্ব,
আমাদেরটা সমাজতত্ত্ব।
(বাউলের প্রতি, পৃ. ৩১)

'বাবর ও যযাতি' নামের একটি চমৎকার কাব্য নাটিকা রয়েছে এগ্রন্থে। একাধিক মিথের সংমিশ্রণে এই কবিতা মিথের এক নতুন ব্যাখ্যা হাজির করে। গোলাম কুদ্দুস যে কবি হিসেবে অনেক বড়, এই একটি কবিতাই তার প্রমাণ দিতে পারে। এই কাব্য শুরু হয়েছে ইরাকে ঘটনা নিয়ে, শেষও হয়েছে ইরাকের ঘটনার বর্ণনার মাধ্যমে। ইরাকের যুদ্ধকালে ক'জন বিদেশী নারী গিয়েছিলেন বাগদাদে। তাঁদের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে কবি লিখেছেন–

বিশ্বের মালঞ্চে মানসকুসুম আজ ম্লান
কচুরীপানায় ভরা চতুর্দিক
গোলাপ শুকিয়ে গেছে
তবু যদি সাক্ষাৎ পেতাম সেই ইংলন্ডের বীরকন্যা বাশিরার,
অস্ট্রেলিয়ার রোজমেরীর,
খুঁজে পেতে কোনো ফুল দিতেম তাদের সুকোমল করে।
আপন দেশের আক্রমণ থেকে পরদেশী স্বাধীনতা বাঁচাতেই
যারা গিয়েছিল সুদূর ইরাকে,
তাদের হাতেই বাঁচলেও বাঁচতে পারে মানব-সভ্যতা।
(অচঞ্চলা, পৃ. ৬৯)

গোলাম কুদ্দুস এই অশীতিপর বয়সে লিখে যাচ্ছেন– বাংলাকবিতার পাঠকদের জন্যে তা সুসংবাদ বৈকি! কিন্তু তাঁর নতুন বইয়ের পাশাপাশি পুরনো বইগুলো– যেমন 'লেখা নেই স্বর্ণাক্ষরে', 'যুগ সন্ধিক্ষণে', 'হে বিদ্যুৎলতা', 'উজানিয়া', 'সুরের আগুন', 'ইলা মিত্র', 'নাচে মনময়ূর' প্রভৃতি গ্রন্থ আমাদের দেশে পাওয়া দরকার। এগুলোর পুনর্প্রকাশ করলে আমাদের দেশের পাঠককূল উপকৃত হতে পারে। 'ইরাকে ঈগল' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের জন্যে কলকাতার দীপায়ন প্রকাশনীর সলিল সাহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার রোজমেরী গিলেপি এবং ইংলন্ডের উজমা বাশির নামের 'বীর কন্যাদ্বয়'কে যাঁরা বাগদাদে গিয়ে আমেরিকার আগ্রাসনের প্রতিবাদ করেছিলেন। কবি গোলাম কুদ্দুসের যুদ্ধবিরোধী আন্তর্জাতিক চেতনা এতে আরেকবার প্রকাশিত।

....

ডক্টর তপন বাগচী। কবি, সাংবাদিক ও গবেষক। রিসার্চ কনসালটেন্ট, আদার ভিশন কমিউনিকেশনস, ঢাকা। যোগাযোগ: প্রযত্নে পলল প্রকাশনী, ৪৭ আজিজ মার্কেট (নিচতলা), শাহবাগ, ঢাকা ১০০০। ফোন ০১৭১৩০৬৭৯০৯। মেইল: drbagchipoetry@gmail.com